সমকাল

06 FEB 2026

# ভোটের আগে দুই দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি

- বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে আজ
- আগামী সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য চুক্তি সই
- জাপানের সঙ্গে ইপিএ বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি
- পাল্টা শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু সুবিধা দিচ্ছে বাংলাদেশ

সমকাল প্রতিবেদক

জাতীয় নির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে তিন দিনের ব্যবধানে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর অংশ হিসেবে আজ শুক্রবার জাপানের রাজধানী টোকিওতে দেশটির সঙ্গে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) সই হচ্ছে। এর দুই দিন পর আগামী সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্টা শুল্কসংক্রান্ত একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাপানের সঙ্গে ইপিএ সই করতে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর পৌনে ২টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে টোকিওর উদ্দেশে রওনা হন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। জাপানের রাজধানী টোকিওতে আজ বাংলাদেশ সময় দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (ইপিএ) সই হওয়ার কথা রয়েছে। এটি হবে কোনো দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া তিন দিনব্যাপী এই কর্মসূচিতে অংশ নিতে টোকিওতে আগে থেকেই রয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগের প্রধান আয়েশা আক্তার, যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ, উপসচিব মাহবুবা খাতুন মিনু এবং সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ হাসিব সরকার।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান সমকালকে বলেন, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের পরও জাপানের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার ধরে রাখতেই এই ইপিএ সই করা হচ্ছে। তিনি বলেন, জাপান বর্তমানে বিনিয়োগের জন্য অনুকূল গন্তব্য খুঁজছে। সরকার আশা করছে, এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বাড়বে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ইপিএ কার্যকর হলে প্রথম দিন থেকেই তৈরি পোশাকসহ বাংলাদেশের ৭ হাজার ৩৭৯টি পণ্য জাপানের বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে। বিপরীতে শুরুতে জাপানের ১ হাজার ৩৯টি পণ্য বাংলাদেশের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। এরপর ছয় থেকে আট বছরের মধ্যে ধাপে ধাপে আরও ২ হাজার ৭০২টি জাপানি পণ্য শুল্ক ছাড়ের আওতায় আসবে। একপর্যায়ে উভয় দেশে মোট ৯ হাজার ৩৫৪টি পণ্যে কোনো শুল্ক থাকবে না। এর মধ্যে বাংলাদেশি পণ্যের সংখ্যা ৭ হাজার ৪৩৬টি।

তবে জাপানের গাড়ি এই চুক্তির আওতায় শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে না। স্থানীয়ভাবে গাড়ি উৎপাদনে জাপানি বিনিয়োগ উৎসাহিত করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইপিএর আওতায় কয়েক ধাপে শুল্ক ছাড় দিতে হবে বাংলাদেশকে। সর্বশেষ পর্যায়ে সব পণ্যে শুল্ক ছাড় কার্যকর হলে বছরে প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে এই চুক্তি না হলে এলডিসি উত্তরণের পর জাপানের বাজারে শুল্ক সুবিধা হারিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানি ৩ হাজার থেকে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা পর্যন্ত কমে যেতে পারে।

বর্তমানে এশিয়ায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য জাপান। দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ বছরে প্রায় ২০০ কোটি ডলার, যাঁর বেশির ভাগই তৈরি পোশাক। অন্যদিকে জাপান থেকে আমদানি ১৮০ কোটি থেকে ২৭০ কোটি ডলারের মধ্যে ওঠানামা করছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ইপিএ কার্যকর হলে একদিকে রপ্তানি বাড়বে, অন্যদিকে শিল্পাঞ্চলে জাপানি বিনিয়োগ বাড়বে। এতে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর সুযোগ তৈরি হবে। শুল্ক সুবিধার পাশাপাশি এই চুক্তিতে সেবা খাত, বিনিয়োগ, কাস্টমস প্রক্রিয়া ও মেধাস্বত্ব অধিকার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইপিএর আওতায় বাংলাদেশ জাপানের জন্য ৯৭টি সেবা উপখাত উন্মুক্ত করবে, আর জাপান বাংলাদেশের জন্য খুলে দেবে ১২০টি উপখাত।

**যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সোমবার**

বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক ইস্যুতে ঢাকা ও ওয়াশিংটনের মধ্যে একটি পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হতে যাচ্ছে। আগামী সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে এ চুক্তি হওয়ার কথা রয়েছে।

এ সম্পর্কিত দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত থাকছেন না বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ওয়াশিংটনে গিয়ে অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। তাদের উপস্থিতিতে অনলাইনে চুক্তিতে সই করবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা।

যুক্তরাষ্ট্র সফরকারী বাংলাদেশ দলের প্রধান হচ্ছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খাদিজা নাজনীন। দলের অন্য সদস্যরা হলেন– যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ ও মুস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সহকারী সচিব শেখ শামসুল আরেফীন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কমিশনার রইছ উদ্দিন খান।

সূত্র জানায়, বাণিজ্য উপদেষ্টা ইতোমধ্যে এই চুক্তিতে সই করেছেন। তাঁর সই করা কপি ওয়াশিংটনে নিয়ে যাবে প্রতিনিধি দল। আগামী সোমবার অনলাইনে যুক্ত থাকবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা ও সচিব। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে চুক্তিতে সই করবেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিয়েসন গ্রিয়ার।

গত আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের হার কমিয়ে ২০ শতাংশ করলেও এ বিষয়ে কোনো চুক্তি হয়নি। পরে এই হার আরও কমানো এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলা দিয়ে উৎপাদিত পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়ে আলোচনা হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন শুল্কহার প্রায় ১৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে। এসব সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে কিছু ছাড় দিতে হচ্ছে।

তথ্য কেন্দ্র

বণিক বার্তা

0 6 FEB 2026

২০২৫ সালের ১১ মাস

# যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পোশাক আমদানি বেড়েছে ১২.৪৩%

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক একক বাজার হিসেবে সবচেয়ে বেশি রফতানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটি গত বছরে ডিসেম্বর ব্যতীত বাকি এগারো মাস বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ পোশাকপণ্য আমদানি করেছে, অর্থমূল্য বিবেচনায় তা ৭৬০ কোটি ডলারেরও বেশি। আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি বেড়েছে ১২ দশমিক ৪৩ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটিইএক্সএ) এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে।

> গত বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৭৬০ কোটি ২৬ লাখ ৭০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগের বছর একই সময়ে আমদানির অর্থমূল্য ছিল ৬৭৬ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার ডলার

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৭৬০ কোটি ২৬ লাখ ৭০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর আগের বছর একই সময়ে আমদানির অর্থমূল্য ছিল ৬৭৬ কোটি ২৪ লাখ ২০ হাজার ডলার।

পরিসংখ্যানে আরো দেখা যায়, ২০২৫ সালের ওই এগারো মাসে যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মোট ৭ হাজার ১৯০ কোটি ৩০ লাখ ৭০ হাজার ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করেছে। তবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আমদানি কমেছে ১ দশমিক ৪৪ শতাংশ। প্রবৃদ্ধিতে ভারত ও ভিয়েতনাম থেকে এগিয়ে বাংলাদেশ। তবে অর্থমূল্য বিবেচনায় ভিয়েতনাম থেকে আমদানি সবচেয়ে বেশি। দেশটি থেকে ১ হাজার ৫৩৪ কোটি ৭ লাখ ডলারের পণ্য আমদানি করেছে যুক্তরাষ্ট্রে। যা আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে ১১ দশমিক ৩৫ শতাংশ। ভারত থেকে আমদানি বেড়েছে ৬ দশমিক শূন্য ৪ শতাংশ, যার অর্থমূল্য ৪৬৩ কোটি ৩৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার।

এ সময়ে কম্বোডিয়া থেকে সবচেয়ে বেশি ২৬ দশমিক ১৮ শতাংশ আমদানি বেড়েছে। আমদানি হয়েছে ৪৩৯ কোটি ১৩ লাখ ৩০ হাজার ডলারের পোশাক। চীন থেকে আমদানির হার কমেছে ৩৩ দশমিক ৯০ শতাংশ। দেশটি থেকে আমদানীকৃত পোশাকের অর্থমূল্য ১ হাজার ৬ কোটি ৭৩ লাখ ৬০ হাজার ডলার। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক ক্রয়ের শীর্ষ ৯ উৎসের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান থেকেও তৈরি পোশাক আমদানি বেড়েছে। এ ৯ দেশের মধ্যে প্রবৃদ্ধিতে দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ।

মাসভিত্তিক তুলনায় গত বছরে শুধু নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ৫২৭ কোটি ১৯ লাখ ৪০ হাজার ডলারের। এর আগের বছরে এ মাসে দেশটি আমদানি করে ৫৯১ কোটি ৫৫ লাখ ৩০ হাজার ডলারের পোশাক। তুলনামূলক বিবেচনায় ওই সময়ে আমদানি কমেছে ১০ দশমিক ৮৮ শতাংশ।

নভেম্বরে বাংলাদেশ থেকে আমদানি করেছে ৫২ কোটি ৬৫ লাখ ১০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক। আগের বছর একই মাসে বাংলাদেশ থেকে ৬১ কোটি ৬২ লাখ ৮০ হাজার ডলারের পোশাক আমদানি করেছিল দেশটি।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বণিক বার্তাকে বলেন, 'বছরের প্রথমদিকে আমাদের প্রবৃদ্ধি ১৮-২৫ শতাংশ পর্যন্ত ছিল। কিন্তু শেষ দুই মাসে আমাদের প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক হয়ে যায়। যার প্রভাব পুরো বছরের প্রবৃদ্ধিতে পড়েছে।' যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতিতে পরিবর্তনের প্রভাবও এর মধ্যে রয়েছে উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'তাদের স্টক শেষ হওয়ার পথে, ফলে তারা নতুন অর্ডার করবে বলে আশা করছি। সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি আরেকটু উন্নত হলে পোশাক আমদানির পরিমাণ আরো বাড়বে। সামনে আমাদের জাতীয় নির্বাচনের পরও বেশকিছু পরিবর্তন আসবে বলে আমি আশাবাদী।'

বণিক বার্তা
06 FEB 2026

# বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

- চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ জাপানের জন্য ৯৭টি উপখাত উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে।
- জাপান বাংলাদেশের জন্য ১২০ উপখাতে ৪টি মোডে সার্ভিস উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের প্রথম দিন থেকেই তৈরি পোশাকসহ ৭,৩৭৯টি পণ্যে জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে বাংলাদেশ
- জাপান ১,০৩৯টি পণ্যে বাংলাদেশের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর হবে আজ। এর মাধ্যমে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও অর্থনীতি বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মোট সাত রাউন্ডের নেগোসিয়েশনে আলোচনার পর দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পন্নের চূড়ান্ত ঘোষণা দেয় গত ২২ ডিসেম্বর।

জাপানের রাজধানী টোকিওতে স্থানীয় সময় আজ দুপুরের পর বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (বিজেইপিএ) সই হওয়ার কথা রয়েছে। চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুদিন আগেই জাপানে পৌঁছেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চারজন কর্মকর্তা। তারা হলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগের

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

প্রধান আয়েশা আক্তার, যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ, উপসচিব মাহবুবা খাতুন মিনু এবং সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ হাসিব সরকার। ৭ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য উপদেষ্টার ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশ ৭ হাজার ৩৭৯টি পণ্যে জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। অন্যদিকে জাপান ১ হাজার ৩৯টি পণ্যে বাংলাদেশের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।

বাংলাদেশ-জাপান ইপিএর মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশের প্রধান রফতানি পণ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য চুক্তিস্বাক্ষরের দিন থেকেই জাপানের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতে সিঙ্গেল স্টেজ ট্রান্সফরমেশন সুবিধাও পাবে।

চুক্তির অধীনে সেবা বাণিজ্য খাতেও উভয় দেশ উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার করেছে। বাংলাদেশ জাপানের জন্য ৯৭টি উপখাত উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। অন্যদিকে জাপান বাংলাদেশের জন্য ১২০টি উপখাতে চারটি মোডে সার্ভিস উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর আরো ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-জাপান ইপিএ নেগোসিয়েশনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গঠিত যৌথ গবেষণা দলের প্রতিবেদন একযোগে প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে ১৭টি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে নেগোসিয়েশন পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। ২০২৪ সালের ১২ মার্চ ইপিএ নেগোসিয়েশন শুরুর লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় উভয় দেশ।

সম্মত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৯-২৩ মে ঢাকায় প্রথম রাউন্ডের নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হয়। তবে কিছু অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের কারণে নেগোসিয়েশন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এ চুক্তির গুরুত্ব বিবেচনায় অন্তর্বর্তী সরকার নভেম্বর ২০২৪ থেকে পুনরায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু ও এক বছরের মধ্যে চুক্তিটি সম্পন্ন করার একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডের নেগোসিয়েশন শুরু হয়। ঢাকায় অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে। এ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

জাপান থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আমদানি পণ্যগুলোর মধ্যে আছে যন্ত্রপাতি ও মেকানিক্যাল ডিভাইস, বৈদ্যুতিক মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ইস্পাত ও লোহাজাত পণ্য, রাসায়নিক পদার্থ, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্য এবং গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ। জাপানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রফতানি পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, সামুদ্রিক খাদ্য (মাছ ও চিংড়ি), হোম টেক্সটাইলস, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং কৃষিপণ্য যেমন তাজা সবজি ও ফল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাপান থেকে বাংলাদেশ ১৮৭ দশমিক ৪৫ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাপানে ১৪১ দশমিক ১৫ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে জাপানের পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা এফডিআই স্টকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ দশমিক ৯৬ কোটি ডলারে। আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জাপানের প্রতিশ্রুত ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ২৩২ কোটি ডলার। একই সময় পর্যন্ত ছাড় হয়েছে ২ হাজার ২৩৬ কোটি ডলার।

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা যাচাই করতে গঠিত যৌথ গবেষণা দলের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চুক্তিটি হলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। তবে পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপান প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সক্ষমতায় অগ্রসর, অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রমঘন শিল্প ও দ্রুত বর্ধনশীল বাজার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে দুই দেশের অর্থনীতি একে অন্যের পরিপূরক। এক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ইপিএ স্বাক্ষরিত হলে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বহু গুণে বাড়বে।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ শিগগিরই স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি)

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

- জাপান বাংলাদেশের জন্য ১২০ উপখাতে ৪টি মোডে সার্ভিস উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের প্রথম দিন থেকেই তৈরি পোশাকসহ ৭,৩৭৯টি পণ্যে জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে বাংলাদেশ
- জাপান ১,০৩৯টি পণ্যে বাংলাদেশের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে

চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। মোট সাত রাউন্ডের নেগোসিয়েশনে আলোচনার পর দুই দেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পন্নের চূড়ান্ত ঘোষণা দেয় গত ২২ ডিসেম্বর।

জাপানের রাজধানী টোকিওতে স্থানীয় সময় আজ দুপুরের পর বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (বিজেইপিএ) সই হওয়ার কথা রয়েছে। চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুদিন আগেই জাপানে পৌঁছেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের চারজন কর্মকর্তা। তারা হলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) অনুবিভাগের

এরপর » পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

প্রধান আয়েশা আক্তার, যুগ্ম সচিব ফিরোজ উদ্দিন আহমেদ, উপসচিব মাহবুবা খাতুন মিনু এবং সিনিয়র সহকারী সচিব মোহাম্মদ হাসিব সরকার। ৭ ফেব্রুয়ারি বাণিজ্য উপদেষ্টার ঢাকা ফেরার কথা রয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশ ৭ হাজার ৩৭৯টি পণ্যে জাপানের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। অন্যদিকে জাপান ১ হাজার ৩৯টি পণ্যে বাংলাদেশের বাজারে তাৎক্ষণিক শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে। বাংলাদেশ-জাপান ইপিএর মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাংলাদেশের প্রধান রফতানি পণ্য, বিশেষ করে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য চুক্তিস্বাক্ষরের দিন থেকেই জাপানের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাবে। এছাড়া তৈরি পোশাক খাতে সিঙ্গেল স্টেজ ট্রান্সফরমেশন সুবিধাও পাবে।

চুক্তির অধীনে সেবা বাণিজ্য খাতেও উভয় দেশ উল্লেখযোগ্য অঙ্গীকার করেছে। বাংলাদেশ জাপানের জন্য ৯৭টি উপখাত উন্মুক্ত করতে সম্মত হয়েছে। অন্যদিকে জাপান বাংলাদেশের জন্য ১২০টি উপখাতে চারটি মোডে সার্ভিস উন্মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এর ফলে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর আরো ত্বরান্বিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, ২০২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-জাপান ইপিএ নেগোসিয়েশনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে গঠিত যৌথ গবেষণা দলের প্রতিবেদন একযোগে প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে ১৭টি সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত পদ্ধতিতে নেগোসিয়েশন পরিচালনার সুপারিশ করা হয়। ২০২৪ সালের ১২ মার্চ ইপিএ নেগোসিয়েশন শুরুর লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় উভয় দেশ।

সম্মত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ১৯-২৩ মে ঢাকায় প্রথম রাউন্ডের নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হয়। তবে কিছু অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের কারণে নেগোসিয়েশন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য এ চুক্তির গুরুত্ব বিবেচনায় অন্তর্বর্তী সরকার নভেম্বর ২০২৪ থেকে পুনরায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যক্রম শুরু ও এক বছরের মধ্যে চুক্তিটি সম্পন্ন করার একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।

নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডের নেগোসিয়েশন শুরু হয়। ঢাকায় সে আলোচনা হয় ২০২৪ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর। তৃতীয় রাউন্ড নেগোসিয়েশন হয় টোকিওতে। ২০২৪ সালের ১৯-২০ ডিসেম্বর উভয় পক্ষ আলোচনা আরো জোরদার করে। গত বছর ২-৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ রাউন্ডের নেগোসিয়েশন, যা উভয় পক্ষের আলোচনা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০২৫ সালের ২০ থেকে ২৬ এপ্রিলে টোকিওতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম রাউন্ডের নেগোসিয়েশনে উভয় পক্ষ জরুরি ভিত্তিতে অগ্রগতি সাধনে উদ্যোগী হয়।

ইপিএর ষষ্ঠ রাউন্ড নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় গত বছরের ২১-২৬ জুন। যেখানে চুক্তির বিস্তারিত বিষয়গুলো স্পষ্ট রূপ নিতে শুরু করে। গত বছর ৩-১২ সেপ্টেম্বর সপ্তম ও চূড়ান্ত রাউন্ড নেগোসিয়েশন অনুষ্ঠিত হয় টোকিওতে। যার মাধ্যমে আলোচনা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এ ধারাবাহিকতার মাধ্যমে সম্মত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সাত রাউন্ড নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে উভয় দেশ ইপিএ টেক্সট চূড়ান্ত করে। গত ২২ ডিসেম্বর বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ও জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোতেগি তোশিমিৎশু বাংলাদেশ-জাপান ইকোনমিক পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টের (বিজেইপিএ) নেগোসিয়েশন সম্পন্নের যৌথ ঘোষণা দেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) হিসেবে বাংলাদেশ এ প্রথম বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ জাপানের সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছে। এ চুক্তি বাংলাদেশের জন্য ব্যাপক বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সুফল বয়ে আনবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

জাপান থেকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য আমদানি পণ্যগুলোর মধ্যে আছে যন্ত্রপাতি ও মেকানিক্যাল ডিভাইস, বৈদ্যুতিক মেশিন ও যন্ত্রপাতি, ইস্পাত ও লোহাজাত পণ্য, রাসায়নিক পদার্থ, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত পণ্য এবং গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ। জাপানে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য রফতানি পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, সামুদ্রিক খাদ্য (মাছ ও চিংড়ি), হোম টেক্সটাইলস, পাট ও পাটজাত পণ্য এবং কৃষিপণ্য যেমন তাজা সবজি ও ফল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাপান থেকে বাংলাদেশ ১৮৭ দশমিক ৪৫ কোটি ডলারের পণ্য আমদানি করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জাপানে ১৪১ দশমিক ১৫ কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করেছে বাংলাদেশ। ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে জাপানের পুঞ্জীভূত প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা এফডিআই স্টকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৬ দশমিক ৯৬ কোটি ডলারে। আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত জাপানের প্রতিশ্রুত ঋণের পরিমাণ ৩ হাজার ২৩২ কোটি ডলার। একই সময় পর্যন্ত ছাড় হয়েছে ২ হাজার ২৩৬ কোটি ডলার।

জাপান ও বাংলাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা যাচাই করতে গঠিত যৌথ গবেষণা দলের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চুক্তিটি হলে দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাবে। তবে পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাপান প্রযুক্তি ও বিনিয়োগ সক্ষমতায় অগ্রসর, অন্যদিকে বাংলাদেশ শ্রমঘন শিল্প ও দ্রুত বর্ধনশীল বাজার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে দুই দেশের অর্থনীতি একে অন্যের পরিপূরক। এক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ ইপিএ স্বাক্ষরিত হলে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বহু গুণে বাড়বে।

প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ শিগগিরই স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ করবে। এতে বিদ্যমান শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর ঝুঁকি তৈরি হবে। এ প্রেক্ষাপটে একটি ইপিএ বাংলাদেশের রফতানি খাতকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

যৌথ গবেষণা দল আলোচনার জন্য মোট ১৭টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে। এর মধ্যে রয়েছে পণ্য বাণিজ্য ও বাজার প্রবেশাধিকার, রুলস অব অরিজিন, কাস্টমস প্রক্রিয়া ও বাণিজ্য সহজীকরণ, স্বাস্থ্য ও উদ্ভিদসংক্রান্ত মান, প্রযুক্তিগত বাধা, সেবা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ই-কমার্স, মেধাস্বত্ব, প্রতিযোগিতা নীতি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, সরকারি ক্রয়, শ্রম ও পরিবেশ, স্বচ্ছতা ও সহযোগিতা এবং বিরোধ নিষ্পত্তি।

প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে রাজনৈতিক ও নীতিগত অনিশ্চয়তা, অবকাঠামো ঘাটতি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং আন্তর্জাতিক মান ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থায় দুর্বলতা। অন্যদিকে জাপানের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিনিয়োগ সুরক্ষা, স্থিতিশীল বাজার পরিস্থিতি ও স্বচ্ছ ব্যবসা পরিবেশ নিশ্চিত করার ওপর। যৌথ গবেষণা দলের মতে, এ চুক্তি স্বাক্ষর হলে তা দুই দেশের সম্পর্ককে আরো ঘনিষ্ঠ করবে, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ প্রবাহ বাড়াবে এবং টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখবে। তবে বাংলাদেশকে এজন্য অভ্যন্তরীণ নীতি, আইনি কাঠামো ও বাণিজ্য সহায়ক অবকাঠামোতে সংস্কার ও উন্নয়ন আনতে হবে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Daily Star

06 FEB 2026

# Trade bodies demand urgent fix to Ctg port deadlock

STAR BUSINESS REPORT

Leaders of ten major trade bodies have demanded immediate government intervention to resolve the ongoing deadlock at Chattogram port, which handles over 90 percent of the country's maritime trade, terming it a "great disaster".

This is the first time in the country's history that all vessels have remained at a standstill at the port, they claimed in a joint statement at a press conference at the Gulshan office of the Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) in Dhaka yesterday.

"This is not a normal strike; it is equivalent to destroying the country's heart of business and trade by creating a deadlock at Chattogram port," the statement said.

The economy suffers losses of several thousand crores of taka even from a single day's deadlock at the port, they added.

Operations at the port came to a halt after workers and employees of the seaport enforced indefinite work abstention from February 3, opposing the move by the interim government to hand over the operation of the New Mooring Container Terminal (NCT) at the port to UAE-based firm DP World.

**Operations at the port came to a halt after workers and employees of the seaport enforced indefinite work abstention from February 3**

Goods from export and import vessels have not been loaded or unloaded for nearly a week.

The joint statement was issued by top trade bodies, including the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), and Bangladesh Employers' Federation (BEF).

The Bangladesh Chamber of Industries, Bangladesh Garment Buying House Association, Bangladesh Garments Accessories & Packaging Manufacturers & Exporters Association (BGAPMEA) and Bangladesh Terry Towel & Linen Manufacturers & Exporters Association (BTTLMEA) also signed the statement.

The country's external trade, including the main export earner garments, has been facing irrecoverable losses due to the situation, they noted.

Exportable goods cannot be shipped, and imported goods cannot be released from vessels, which will make it difficult to meet strict delivery deadlines for international buyers.

The business leaders warned that Bangladesh risks losing work orders if the crisis continues, as international buyers may shift to alternative sourcing countries.

They also noted that export and industrial production are already under pressure due to falling demand, geopolitical crises, and rising production costs.

In such a situation, port demurrage charges, port fees, and storage costs are increasing, directly affecting production costs. Consequently, export prices will rise, negatively impacting international trade.

Additional costs on imported goods may also affect the prices of essential commodities meant for Ramadan sales. Any delay in releasing imported goods could disrupt the timely supply to consumers and raise price levels if the stalemate is not resolved quickly.

An unstable situation has also been created in obtaining bank loans and opening Letters of Credit (LCs) for importing goods.

The business leaders urged the government to resolve the port crisis immediately, considering the greater interest of the country and the economy.

In the statement, the business leaders urged the union leaders to call off the strike. They also suggested that the issue of renting the NCT can be postponed, and the union leaders can have the chance to discuss it with the next elected government.

"It is our firm belief that the government will sit with the labour leaders soon and solve the crisis immediately," the statement reads.

In a separate statement, the DCCI urged the immediate restoration of normal operations at Chattogram port.

"Approximately 54,000 containers of goods have been stranded at the port so far," it said.

Due to this delay in clearance, businesspeople are incurring additional costs of Tk 10,000 to Tk 15,000 per day. This ongoing shutdown is having a severe impact on the country's export sector in particular.

"Moreover, if the situation continues, it will adversely affect the national economy. There is also a growing concern of cancellation or diversion of purchase orders to competitor countries, as we are unable to process shipment of goods in time," it added.

In addition, this unexpected deadlock in cargo handling is likely to increase operational costs across trade and investment activities, creating an extra burden on both businesses and consumers.

The statement called for urgent government intervention to resolve the problem as soon as possible through discussions with all stakeholders concerned with Chattogram port.

The chamber also stressed the need for collective efforts involving the business community, the Chittagong Port Authority and all relevant stakeholders.

The Daily Star
06 FEB 2026

# Garment exports to US rise 12% in Jan-Nov 2025

STAR BUSINESS REPORT

Readymade garment exports from Bangladesh to the United States grew 12.43 percent to $7.6 billion in the first eleven months of 2025, according to the US Office of Textiles and Apparel (Otexa).

The growth came despite a sharp fall in November, when exports dropped 14.57 percent to $526.51 million compared with the same month a year earlier.

Overall, US apparel imports declined slightly during the January-November period, falling 1.44 percent in value and 3.23 percent in volume. Average prices rose 1.85 percent, Otexa data showed.

Bangladesh was not alone in expanding its US market share last year. Vietnam's garment exports there grew 11.35 percent, India's rose 6.04 percent, Pakistan's by 11.82 percent, Indonesia's by 9.79 percent, and Cambodia experienced a strong 26.18 percent increase. China's exports, in contrast, fell sharply by 33.90 percent.

In terms of volume, Bangladesh recorded a strong growth of 13.30 percent, Vietnam 11.99 percent, India 4.73 percent, Pakistan 18.28 percent, Indonesia 13.39 percent, and Cambodia surged 35.40 percent. China saw a sharp decline of 25.86 percent, Otexa said.

Unit prices per garment piece from January to November 2025 varied across countries. Bangladesh experienced a slight drop of 0.77 percent, Vietnam 0.57 percent, China 10.84 percent, Cambodia 6.81 percent, Pakistan 5.46 percent, and Indonesia 3.18 percent. India was the only country to see a price increase, rising 1.25 percent, Otexa added.

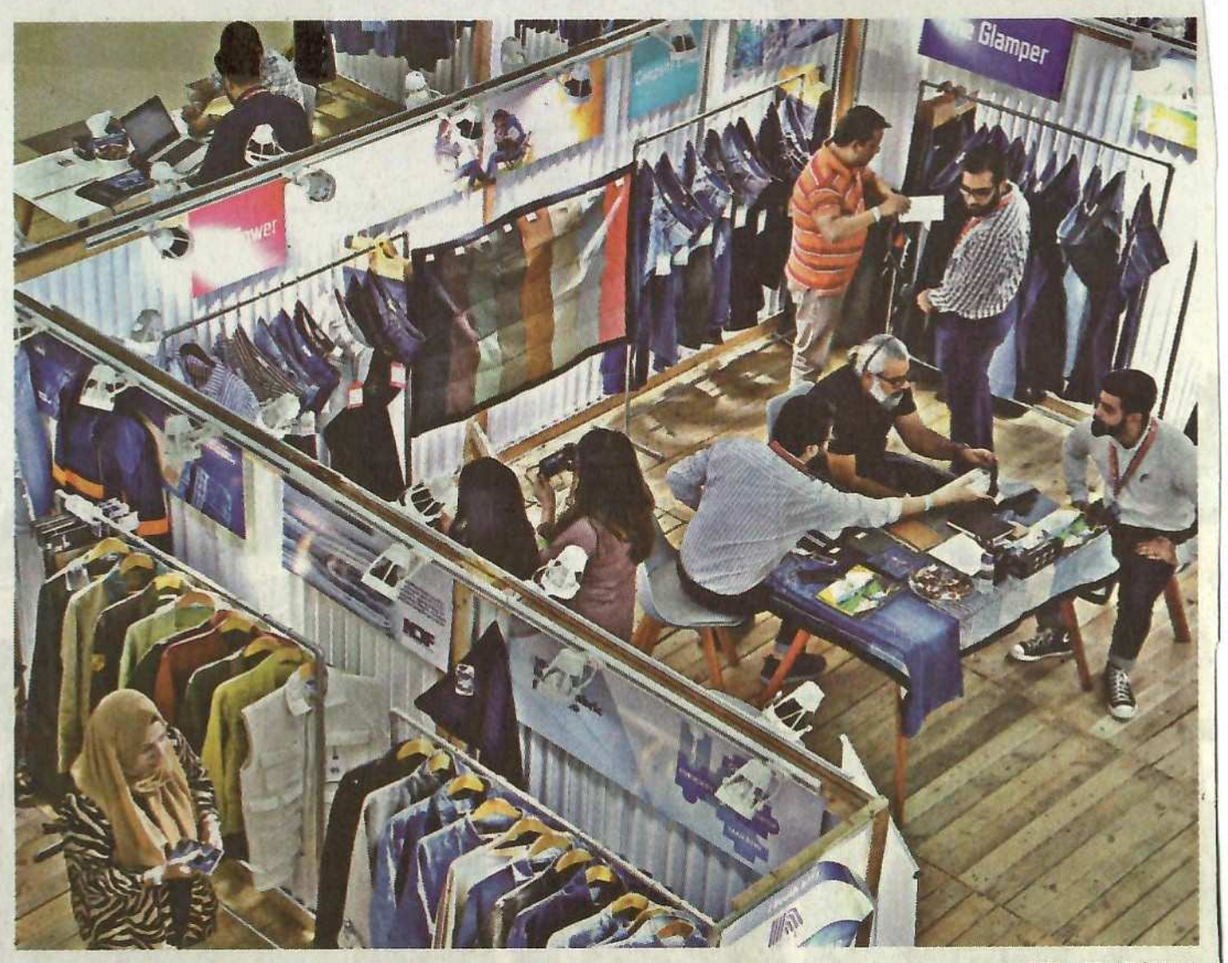


PHOTO: STAR/FILE

**Apparel items are on display at a trade show in Dhaka. Bangladesh posted double digit growth in garment exports to the US last year despite growing competition from regional rivals.**

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express
06 FEB 2026

BUSINESSES URGE END TO TRADE-DISRUPTING CTG SEAPORT DEADLOCK

# Strikers give two-day break for urgent export-import delivery

## Port workers threaten to resume duty abstention from Sunday if NCT deal not rescinded by then

FE REPORT

Protesters at Chattogram seaport gave a two-day break in their strike for urgent export-import delivery following government intervention on Thursday, after disruption of Bangladesh's external trade for six days.

**Shipping adviser hemmed in on arrival for negotiated solution**

**More than 11,000 export-laden containers stranded at port**

Labour leaders at Chattogram Port announced the Friday-Saturday suspension of the strike following negotiations with Shipping Adviser Brig-General (retd) M Sakhawat Hossain, but vowed to resume work abstention thereafter if their demand for rescinding a deal with a foreign firm was not met.

Earlier in the day, the adviser of the interim government faced protest by workers when he visited the Bandar Bhaban at the port to assess the situation.

Chattogram Port worker leaders later agreed to hold talks with the adviser to find a resolution.

As agreed, the operational activities at the country's prime port will resume today (Friday) after long six days' disruption that triggered an outcry from trade bodies.

The announcement was made by Humayun Kabir and Ibrahim Khokon, coordinators of the Bandar Rokkha Sangram Oikya

Workers seen demonstrating as Shipping Adviser Brig Gen (retd) M Sakhawat Hussain arrived at the Chittagong Port Thursday morning to find a solution to the ongoing stalemate over government move to appoint DP World as operator of the New Mooring Container Terminal (NCT). — FE photo

The Financial Express

06 FEB 2026

Parishad, at a press conference at the Bandar Bhaban in the afternoon.

However, the trade unionists warned that they would return to protest from Sunday if the New Mooring Container Terminal (NCT) agreement is not done away with.

Ibrahim Khokon said the labour leaders presented four demands during the meeting, including the cancellation of the NCT agreement.

The shipping adviser assured them that he would discuss the matter with the chief adviser and provide a response within two days, he added.

"Our other demands were the withdrawal of transfer orders for employees, no legal action against workers who led the movement, and removal of the port authority chairman," Khokon said.

He further said the adviser accepted two of the demands and promised to consider the issue of the chairman's removal.

Humayun Kabir said the strike was postponed out of respect for the holy month of Ramadan and based on assurances from the adviser.

"The government has two days to respond regarding the NCT agreement. If no action is taken, the strike will resume," he told reporters.

Urging port workers to remain patient, Humayun Kabir said, "NCT will not be handed over to a foreign operator under any circumstances. This agreement will be resisted at all costs."

Chattogram business leaders held a meeting with labour representatives on Wednesday afternoon, expressing moral support for the movement while urging alternative protests to limit economic losses, but labour leaders refused to call off the stoppage and reiterated their demand for cancelling the DP World lease.

Sources say now NCT is being operated by Chittagong Dry Dock Limited (CDDL), a Bangladesh Navy-run organisation, which is to continue operations until the handover to a foreign operator.

However, the government has planned that NCT will be leased to DP World for 15 years. If the lease proceeds, DP World will collect all terminal charges, while negotiations continue over how much the company will pay the Chittagong Port Authority per container.

Meanwhile, leaders of the country's major trade bodies Thursday urged immediate restoration of normal functioning of Chattogram Port as the shutdown was putting a severe impact on the country's export-import trade.

Expressing deep concern, the leaders from top ten trade organisations sought immediate high-level intervention from the government to resolve the crisis facing the import-export trade.

Bangladesh Employers' Federation (BEF), Bangladesh Chamber of Industries (BCI), Metropolitan Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI), Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association (BKMEA), Bangladesh Textile Mills Association (BTMA), Bangladesh Garment Accessories and Packaging Manufacturers and Exporters Association (BGAPMEA), Bangladesh Garment Buying House Association (BGBA) and Bangladesh Terry Towel and Linen Manufacturers and Exporters Association (BTTLMEA) made the joint call after an emergency meeting held at BTMA's Gulshan office in the capital, Dhaka.

This happens to be the first time in the history of Chattogram Port that even shipping has completely been stopped, they said, terming it 'rare crisis' that is completely paralyzing the country's main seaport, considered heart of the national economy. The closure of the port for a single day directly caused loss of several millions of taka to the economy, they deplored, adding that the country is facing an irreparable loss as the import-export activities of all sectors, including ready-made garments, came to a standstill.

Acting president of BGMEA Selim Rahman said raw materials for the export sector were not reaching factories on time, while on the other hand, manufactured goods are lying at ports awaiting shipment.

As a result, it becomes difficult to meet the lead-time of foreign buyers, which might result in air shipment, said Fazlee Shamim Ehsan, president of BEF.

"We fear that if this situation lasts just a few more days, a portion of orders might be cancelled and foreign buyers may take drastic decisions such as shifting their sourcing from Bangladesh," he noted.

They said the country's manufacturing and export sectors were currently undergoing crisis period, adding that due to global demand decline, rising production costs and global geopolitical instability, industries are facing a catastrophe - entrepreneurs are struggling to reduce business-operating costs and survive in the competition.

In the meantime, due to the terrible container congestion caused by the port deadlock, demurrage charges, port charges and storage rent are ballooning, which is directly increasing the cost of production.

"This will increase the price of products both for export and domestic market," said Showkat Aziz Russel, president of BTMA.

If this crisis was not resolved immediately, there would be a delay in the arrival of imported daily necessities on the market, resulting in an artificial crisis that will push the prices of goods ahead of Ramadan, businesses said.

They also blamed "government failure" for the standstill at port and requested the government for resolving the ongoing issue. And the upcoming new government can take the opportunity to review the complications that have arisen over the NCT lease.

The leaders also made special request to the port's union leaders to turn back from their exceptional stance.

Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) also urged immediate restoration of normal operations at Chattogram Port where nearly 92 per cent of the country's import and export trade is handled.

*talhabinhabib@yahoo.com*
*Munni_fe@yahoo.com*
*nazimuddinshyamol@gmail.com*

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো
ঢাকা।

The Financial Express
06 FEB 2026

# Export challenges in EU market

The recent free trade agreement between India and the European Union over duty-free access or, in some cases, significant tariff reductions in cross-border trade, poses a serious and growing concern for Bangladesh. Though this FTA has long been a strategic objective for India, its execution may become a major threat to Bangladesh, raising apprehensions about the possible erosion of its market dominance in the EU.

Bangladesh holds a significant market share in the EU, with nearly 50 per cent of its total annual exports destined for this market. As an LDC, Bangladesh enjoys duty-free export privileges and has secured the second-highest market share in the EU apparel sector.

With the implementation of the FTA between India and the EU, India is likely to aggressively capture market share, potentially displacing Bangladeshi exports. This could significantly affect Bangladesh's export revenue, as the agreement is expected to come into force in 2027. At the same time, Bangladesh is set to graduate from LDC status, which will result in the loss of duty-free export privileges in the EU.

Since India faces substantial tariff barriers in the US market, it is likely to be particularly keen on this bilateral development with the EU. To remain competitive, Bangladesh needs immediate action to negotiate a deal with the EU based on mutual benefits, so that it does not lose its existing market and can secure greater market dominance in the future through sustained export growth.

***Kawsik Azad Pronoy***
*A banker*
*kawsikdbbl@gmail.com*

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

06 FEB 2026

# BD export sector faces global economic headwinds, domestic challenges: Experts

Bangladesh's export sector is navigating a difficult transition as weak global demand coincides with domestic political and economic pressures, though a sharp rebound in recent months is raising hopes of stabilisation, reports UNB.

Export earnings in the first seven months of the current fiscal year (FY2025-26) fell 1.93 per cent year-on-year to $28.41 billion, according to data from the Export Promotion Bureau (EPB), down from $28.96 billion in the same period a year earlier.

The decline reflects sluggish demand in major Western markets and disruptions linked to political change at home.

Yet December and January figures point to a potential turning point.

Exports in January 2026 reached $4.41 billion, only 0.5 per cent lower than a year earlier, but up 11.22 per cent from December's $3.96 billion, signalling renewed momentum.

"Exports in the last two months show a shining future as global trade conditions are gradually improving," said Dr Zahid Hussain, former lead economist at the World Bank's Dhaka office.

He noted that exporters continue to face domestic challenges, including uninterrupted energy supply and labour unrest, which remain critical constraints for the manufacturing sector.

At the same time, global trade remains unsettled by geopolitical tensions and trade policy uncertainty, including the impact of US President Donald Trump's trade war.

Major global suppliers have adopted a wait-and-see approach as consumers in the United States and the European Union struggle with high living costs and job losses.

The ready-made garments (RMG) sector has once again emerged as the backbone of Bangladesh's export performance. RMG earnings rose 11.77 per cent year-on-year to $22.98 billion during July-January, accounting for about 81 per cent of total exports.

Sustained global demand and improved factory efficiency helped the sector offset weakness elsewhere.

Other export segments showed mixed results. Leather and leather goods, jute and home textiles recorded improvements in January, while agro-processed products and frozen fish lagged behind, failing to match the apparel sector's growth.

The United States remained Bangladesh's largest export destination, with earnings of $5.21 billion in the July-January period, up 1.64 per cent. Germany ranked second with $2.85 billion, followed by the United Kingdom at $2.77 billion.

Economists attribute the overall export dip to several factors. Slowing consumption and high inflation in Europe during the latter half of 2025 dampened demand for non-essential goods.

Domestically, a massive student-led movement and a subsequent change in government in mid-2024 disrupted supply chains through factory closures, transport strikes and port congestion, with spillover effects into the current fiscal year.

Energy shortages also weighed heavily on production. Persistent gas and electricity constraints in late 2025 raised costs and hurt competitiveness, particularly for small and medium-sized exporters.

In addition, a strong post-pandemic rebound in FY2024-25 created a high comparison base, making current performance appear weaker.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো